The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp. 155 - 166)
Published in November 2024

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা: সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম

মোঃ জাকির হোসেন *

[প্রতিপাদ্যসার: বাংলাদেশের সাধারণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম স্তর প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সহযোগী শিক্ষামূলক কর্মতৎপরতাকে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি হিসেবে অভিহিত করা হয়। শিক্ষাক্রমের আওতায় মৌলিক ও পরিকল্পিত শিক্ষার বাঁধাধরা নিয়মকানুনের আবর্তে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষাক্রমের গতানুগতিক ঘাটতি পূরণে বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলা, শরীরচর্চা, শিক্ষাসফর, সঙ্গীত, কাবস্কাউটিং, গার্লসগাইড, অভিনয়, গল্পবলা, বির্তক, কৌতুক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক ক্রীড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসমূহ উদ্‌যাপন, ইত্যাদি শিক্ষাক্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিক্ষাবিজ্ঞান, শিক্ষামনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাগবেষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষাপরিকল্পনাকারি ও শিক্ষাদার্শনিকগণ সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিকে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশে সমর্থন করেন। একসময়ে এসব ক্রিয়াকলাপকে শিক্ষাক্রমের বহির্ভূত বিষয় হিসেব গণ্য করা হতো। অথচ এসব কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীর জড়তামোচনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীর মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি বিকশিত হয়। পাঠ্যবিষয়ের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার্থীর শিখন দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ করে। উপরন্তু এসব কার্যাবলি কোনো কোনো শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ জীবনে পেশা হিসাবে গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ হয়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য, চলমান ক্রিয়াকলাপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।]

ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাধারায় শিশু শিক্ষার্থীর প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার (formal education) প্রথম সোপান। শিশু শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ অসীম কৌতুহল, আনন্দবোধ, অফুরন্ত উদ্যমের মানবিক বিকাশ সাধন ও জীবনভর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে এ-শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বস্তুত শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্‌বুদ্ধ করাই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য । একদা এ-শিক্ষা ছিলো নিতান্তই জ্ঞানমুখী। শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশে (intellectual and mental development), পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম (curriculum) বাস্তবায়ন ছিলো শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। আর জ্ঞান আহরণের জন্য সৃষ্টি করা হতো ভাবগম্ভীর পরিবেশ। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় বইয়ের বাইরে যে জগৎ, সেসম্পর্কে জানতে শিক্ষার্থীদের কোনো উৎসাহ দেওয়া হতো না। একঘেয়ে নীরস পুঁথির বাইরে আনন্দ আস্বাদনের কোনো সুযোগ ছিলো না। শিক্ষার্থীর প্রবণতা, আগ্রহ, রুচি ও পছন্দের বিবেচনায় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হতো না। তবে যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে ক্রমশ শিক্ষা সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হতে থাকে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি রচনায় বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ড শিক্ষাব্যবস্থায় কখন, কীভাবে, কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার কারণ অনুসন্ধান করে বিবৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাটি রচনায় বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, সংবাদপত্র, অনলাইন উৎস ও বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত বিচার বিশ্লেষণ করে সহপাঠ্যক্রমকি কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় কীভাবে প্রসার লাভ করছে, তা ক্ষুদ্র পরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে যেসব সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা অতিক্রম করার সুপারিশও বর্ণিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

উপর্যুক্ত গবেষণাটি দ্বারা বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য গতি-প্রকৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধটি দ্বারা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ, লেখক, গবেষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ উপকৃত হবেন। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের ভূমিকা তাৎপর্য ও গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট মহল অনুধাবন করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষাব্যবস্থায় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের (co-curricular activities) ক্রমবিবর্তন

আদিমযুগে মানুষ তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার্থে দৌড়ঝাঁপ, সাতারকাটা, বৃক্ষেচড়া, যুদ্ধকরা ইত্যাদি শারীরিক ক্রিয়াকলাপে পারদর্শী ছিলেন। আদিম মানুষ তাঁদের এসব কৌশল ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষাদানে ব্যবস্থা করতেন। এ-শিক্ষা অনিয়ন্ত্রিত (informal) হলেও শারীরিক শিক্ষার (physical education) অভিব্যক্তির প্রথমস্তর হিসেবে শিক্ষাবিদগণ গণ্য করেন (রায় ৫৪৬)। কোনো কোনো ঐতিহাসিক, লেখক, শিক্ষাবিদ মনে করেন যে, প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় সহপাঠ্যক্রমিক ক্রিয়াকলাপের অস্তিত্ব ছিলো। তবে তা ছিলো নিতান্তই অনানুষ্ঠানিক (informal) বরং মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় এটি ছিলো না। বিদ্যা ও জ্ঞান আহরণ যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায় তজ্জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা বহির্ভূত কোনো ধরণের কার্যক্রমকে প্রশ্রয় দেওয়া হতো না। কেননা সেসময়ে শিক্ষাবিদদের ধারণা ছিলো যে, ব্যায়াম, খেলাধুলা, ছবিআঁকা, গানবাজনা, অভিনয় শিক্ষার্থীর শিখন মনোযোগ বিঘ্নিত করে (রায় ৫৩৯)। বিদ্যালয় ও সমাজ এসব কর্মকাণ্ডকে বরদাস্ত করত না। উপরন্তু এসব ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের 'দূরন্ত', 'অবাধ্য', 'বদ', 'দুর্দান্ত', 'পাজি,' 'নষ্ট', 'বদমায়েশ', 'দুষ্ট' (naughty) বলে শাসন ও অবজ্ঞা করা হতো। বরং " ছাত্রানাং অধ্যায়নং তপ:"- এই ছিলো শিক্ষার মূলমন্ত্র (রায় ৩১৪)। শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকগণ মনে করতেন শিক্ষার্থী যতোই তাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী হবে ততোই তার বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটবে। বহুশতাব্দীর পরে এথেন্সবাসী, স্পার্টান ও রোমানরা সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের গূঢ়ার্থ অনুধাবন করেন। প্লেটো ব্যায়াম বা শরীরচর্চা ও সঙ্গীতকে পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন (করিম ৩৩২)। ক্রমেক্রমে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষাবিজ্ঞানে স্থান পেলেও প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োগবিদগণ এধারণাকে সহজভাবে গ্রহণ করেননি। তাঁরা খেলাধুলা, সঙ্গীত, শরীরচর্চা, অভিনয়, বির্তকসভা, বৃত্তিমূলক কার্যক্রমকে 'বহিঃপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি' (extra curricular activities) বলে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। ফলে শিক্ষার তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে তার প্রয়োগে ব্যবধান শুরু হয়। বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ড খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। প্রাচীন যুগ থেকে অদ্যাবধি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে এসব কর্মকাণ্ড 'সহপাঠ্যক্রমিক' নামকরণ করে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানেও নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে যেগুলো শিক্ষকের নির্দেশনায় শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করা যায় সেগুলোকে 'শ্রেণিভুক্ত কার্যাবলি' (class-room activities) আর যেগুলো গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষের আবদ্ধতা থেকে মুক্ত পরিবেশে সম্পাদন করা যায় সেগুলো 'বহিঃশ্রেণিগত কার্যাবলি' (out-of classroom activities) নামে অভিহিত করা হয়।

বস্তুত এই বহিঃশ্রেণিগত কার্যাবলিই পূর্ববর্তী সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি। শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদর্শনে 'সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি' শিরোনামে পৃথক আলোচনা করা হলেও মূলত এটি শিক্ষাক্রমেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (রায় ৩১৩-৩১৫)। প্রগতিশীল শিক্ষাবিদগণ মনে করেন যে, এসব কর্মকাণ্ড যেহেতু শিক্ষাক্রমের অংশ সেহেতু 'সহ' (co) দিয়ে পৃথক করে রাখার প্রয়োজন নেই। তারা এগুলোকে বহিঃশ্রেণি (extra- class) কাজ বলে আখ্যা দিলেন (চট্টোপাধ্যায় ১২৯)।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি কী ও কেন?

মনোবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, শিক্ষার্থীর কয়েকটি গুণের বিকাশ দ্বারা তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না। শুধু বৌদ্ধিক বিকাশ বা জ্ঞান বিকাশকে ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ বলা চলে না। সর্বাঙ্গীন জীবন বিকাশে বৌদ্ধিক (cognitive), প্রক্ষোভিক (emotional), সামাজিক (social), নৈতিক ও আধ্যাত্মিক (moral and spiritual) কর্মদক্ষতা (vocational) ও অবসরকাল যাপনের বিকাশ (development of the ability of use leisure time) দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করে (রায় ৩১৪)। মানবজীবনে দৈহিকবিকাশ (physical development) আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। দৈহিকশক্তি দৈহিককর্মক্ষমতা দৈহিকআয়তন শিশু শিক্ষার্থীকে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। যথার্থ বয়সে শিক্ষার্থীর যথার্থ সঞ্চালনমূলক বিকাশ (motor development) যদি না ঘটে, তা হলে শিক্ষার্থী হীনমন্যতায় ভোগে। তার জীবনের উন্নতির গতিপথ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে সামাজিক বিকাশের পথও রুদ্ধ হয়ে যায় (রায় ১২৯-১৩০)। সুতরাং শিক্ষার্থীর দৈহিকবিকাশে ব্যায়াম, শরীরচর্চা, খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শিশু শিক্ষার্থীর মধ্যে যে নানা সম্ভাবনার বীজ সুপ্ত রয়েছে, তার বিকাশে পাঠ্যক্রমে বহুবিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ ঘটাতে হবে। সমাজসেবামূলক কাজ, সংগঠনমূলক কাজ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক, শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রভৃতি শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সুতরাং শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশে যেসব কার্যাবলি শিক্ষালয় গ্রহণ করে সেগুলোই সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির শ্রেণি বিভাগ

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে বিভিন্ন ধরণের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গুণাবলি বিকাশে সাহায্য করে। যথা:

১. **শারীরিক কার্যাবলি** (physical activities): শারীরিক শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের মাধ্যমে নিয়মমাফিক খেলাধুলা যথা হাডুডু (a bangali out door game, kabadi), ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন, লনটেনিস, টেবিলটেনিস ইত্যাদি। শরীরচর্চামূলক কাজ, ব্যায়াম, কুস্তি, ডন-বৈঠক, যোগাসন ইত্যাদি।
আত্মরক্ষামূলক খেলা যথা- বক্সিং, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, ক্যারাট, প্রভৃতি। স্পোর্টস কার্যক্রম (athletic activities) যথা-১০০মিটার, ২০০মি. ৪০০ মি.দৌড়, লংজাম্প, হাইজাম্প, বিস্কুটদৌড়, বস্তাদৌড়, (sack race), হাতবাধাদৌড়, হাঁড়িভাঙ্গা, চেয়ারখেলা, বাজনার তালেতালে বালিশ চালানো ইত্যাদি ক্রীড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনাবিল আনন্দ অনুভব করে।

২. **বৌদ্ধিক কার্যাবলি** (intellectual activities) : ক্রমান্বয়ে গল্পবলা, উপস্থিত বক্তৃতা, দেয়ালিকা, সাহিত্যসভা, স্বরচিতকবিতা আবৃত্তি, ম্যাগাজিন প্রকাশ, বিতর্কসভা ইত্যাদি। যা শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটায়।

৩. **নান্দনিক কার্যাবলি** (aes-thetic activities) : অঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় ও অন্যান্য সৃজনাত্মক কার্যক্রম এই শ্রেণিভুক্ত। এসব কর্মকাণ্ডে শিশু শিক্ষার্থীর মানসিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশ ঘটে। তাদের মধ্যে রুচি ও সৌন্দর্যবোধ জাগে।

৪. **সামাজিক কার্যাবলি** (social activities) : নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বৃক্ষরোপণ, কাবস্কাউটিং ব্রতচারী, গার্লগাইড, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষাদিবস, স্বাধীনতাদিবস, বিজয়দিবস, নববর্ষ উদ্‌যাপন, জাতীয় শিশুদিবস পালন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি নামে পৃথক কোনো অধ্যায় নেই। তবে ১৭, ১৮ ও ১৯ অধ্যায়ে পৃথকভাবে যথাক্রমে 'কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি','বিশেষ শিক্ষা স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্লগাইড এবং ব্রতচারী'ও 'ক্রীড়াশিক্ষা' শিরোনামে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ, বলা হয়েছে-

> শিশুকাল থেকে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া হলে তারা শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ থাকার দিকে মনোযোগী হবে, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিখতে সমর্থ হবে। ... শিশুদের ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। এ উপায়ে তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বরেণ্য ক্রীড়াবিদ/খেলোয়াড় (৪৩)।

স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি ও ক্রীড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ থাকার দিকে মনোযোগী করা। নিয়মানুবর্তীতা ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।
- প্রাথমিক পর্যায়ে শরীরচর্চা ও খেলাধুলাকে একটি আবশ্যিক বিষয় করা।
- খেলাধুলার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে মাদক দ্রব্যের মতো ভয়াল অভিশাপ থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখা।
- শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলা।
- পেশা হিসেবে ক্রীড়াকে গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।
- ছেলেমেয়েরা যেন ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখার সমান সুযোগ পায়।
- শিক্ষার্থীদের মন ও মননকে বিকশিত করে চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীদের জীবনকে শিল্পিত করে তোলার প্রেরণাদান মূলক শিল্পচর্চায় উদ্‌বুদ্ধ করা (শিক্ষানীতি ৪১-৪৬)।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য

শিক্ষার্থীর মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে সেসব সম্ভাবনাময় গুণাবলির বিকাশ ঘটে। বইয়ের বাইরে যে জগৎ, সে জগতে সে যাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সেপথ খুলে দেয় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি। এটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নরূপ:

- ব্যায়াম, খেলাধুলা, শরীরচর্চা ইত্যাদি শিক্ষার্থীর দেহকে সুস্থ ও সবল রাখে। শরীর সুগঠিত হলে মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।
- বির্তক, আলোচনাসভা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করলে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় কৌশল ও জ্ঞান আয়ত্ত করে।
- বিভিন্ন প্রকার সহপাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপ দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে রুদ্ধ আবেগের অভিব্যক্তি ঘটে। ফলে তাদের বিভিন্ন প্রবৃত্তির (instinct) উদ্‌গতি সাধন (sublimation) হয়ে থাকে।
- দলবদ্ধভাবে কাজ করলে শিশু শিক্ষার্থীর সামাজিক গুণাবলি বিকশিত হয়। বির্তক, দলগত অভিনয়, কাবস্কাউটিং, দলগত গান, খেলাধুলা প্রভৃতি দ্বারা ব্যক্তিগত চিন্তা না করে দলের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে ও সমষ্টির স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উপরে স্থাপনের শিক্ষা পায়। এভাবে সুনাগরিক হবার শিক্ষালাভ করে।
- সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক সৌজন্যবোধ, শিষ্টাচার, ব্যবহার, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি গুণাবলির বিকাশ হয়। শিশু শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়।
- সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করলে দলের রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। এই শিক্ষা নিয়মশৃঙ্খলা ও আইনকানুন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করে। এই সামাজিক নীতিবোধ থেকেই তার নৈতিকশিক্ষা ও চরিত্র গঠিত হয়।
- নৃত্য-গীত, অভিনয়, অঙ্কন, খেলাধুলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর কোনদিকে বিশেষ ঝোঁক রয়েছে তা সহজে নির্ণয় করা যায়। সচেতন শিক্ষক এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারেন।
- সহপাঠ্যক্রমিক কাজ শিক্ষার্থীকে অবসর সময় সার্থকভাবে কাটাবার কতেক উপায় বাতলে দেয়। শুধুমাত্র বর্তমানে নয় বরং ভবিষ্যৎ অবসর জীবন কীভাবে যাপন করবে সেশিক্ষাও শিক্ষার্থী বিদ্যালয় থেকে পায়। চিত্রাঙ্কন, ছবিতোলা, স্ট্যাম্প সংগ্রহ, অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা (indoor-games যথা- দাবা, ক্যারাম) ইত্যাদি শিক্ষার্থীর সানন্দে অবসর যাপনে সাহায্য করে।
- শ্রেণিকক্ষে আবদ্ধ থেকে পড়াশুনা শিক্ষার্থীর ক্লান্তি ও বিরক্তি সৃষ্টি করে। শেষ ঘণ্টাটি বাজার প্রতীক্ষায় থাকে। বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ হারায়। বৈচিত্রহীন পড়াশুনা একঘেয়ে হয়ে যায়। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা থাকলে বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী হয়। ফলে ঝরেপড়া হ্রাস পায়। এসব কার্যক্রম বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ, মমত্ববোধ ও আনুগত্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম

বাংলাদেশে ১,১৮,৮৯১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২,০১,০০,৯৭২ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে (প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, ১০)। বর্তমানে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসরুটিনে চারু ও কারুকলা, সঙ্গীত, শারীরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুইশিফটে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে রবি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শেষ পিরিয়ডে শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা সঙ্গীতচর্চা হয়। এছাড়া তৃতীয় থেকে পঞ্চমশ্রেণি পর্যন্ত সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর অনুশীলন হয়। একশিফটে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতেও উক্ত কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় 'বঙ্গবন্ধু' ও 'বঙ্গমাতা' গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় টুর্নামেন্ট শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষাগবেষকদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। দেশের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছে। ইউনিয়ন, পৌরসভা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়নদলগুলো উপজেলা, জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ানদল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়নদল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে। ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের শুভ সূচনার পরের বছরই অর্থাৎ ২০১১ সাল থেকে 'বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট' চালু করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন রানার্সআপ এবং তৃতীয়স্থান অধিকারী সকল খেলোয়াড় কোচ এবং ম্যানেজারকে নগদ অর্থপুরস্কার এবং বিজয়ীদলকে প্রাইজমানি ও ট্রফি দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ৮টি দলকে সরকারি অর্থে টুর্নামেন্ট চলাকালীন সময়ে ঢাকায় আবাসন, খাওয়াদাওয়া ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয় (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৩৪)।

সারণি-১
বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের তথ্য:

সাল	অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ের সংখ্যা	চ্যাম্পিয়ান	রানার্সআপ
২০১৭	৬৪৬৮৮	১০,৯৯,৬৯৬	পূর্ব উজানটিয়া সপ্রাবি, পেকুয়া, কক্সবাজার	ভুলবাড়িয়া সপ্রাবি, সাথিয়া, পাবনা।
২০১৮	৬৫৭৯৫	১১,১৮,৫১৫	হরিপুর সপ্রাবি, জৈন্তাপুর, সিলেট	দঃ কানিয়ালখাতা সপ্রাবি,সদর,নীলফামারী
২০১৯	৬৫৩৬৭	১১,১১,২৩৯	কোভিড-১৯ এর কারণে জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।	
২০২০ ও ২০২১	কোভিড-১৯ এর কারণে খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।			

উৎস: *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ২০২১-২০২২*, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ৩৪ ও ৩২।

সারণি-২

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালিকা) :

সাল	অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ের সংখ্যা	চ্যাম্পিয়ান	রানার্সআপ
২০১৭	৬৪৬৮৩	১০,৯৯,৬১১	দোহারো সপ্রাবি, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ	পাঁচরুখী সপ্রাবি নান্দাইল, ময়মনসিংহ
২০১৮	৬৫৭০০	১১,১৬,৯০০	পাঁচরুখী সপ্রাবি, নান্দাইল, ময়মনসিংহ	টেপুর গাড়ী বি কে সপ্রাবি, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।
২০১৯	৬৫৩৬৮	১১,১১,২৫৬	কোভিড-১৯ এর কারণে জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।	
২০২০ ও ২০২১	কোভিড-১৯ এর কারণে খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।			

উৎস: *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ২০২১-২০২২*, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ৩৪ ও ৩৩।

সারণি-১ ও ২ এ, লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে বঙ্গবন্ধু ফুটবল টুর্নামেন্টে ছেলে শিক্ষার্থীর চেয়ে বঙ্গমাতা টুর্নামেন্টে মেয়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ সংখ্যা কম। তবে ২০১৯ সালে ছেলে শিক্ষার্থীর চেয়ে মেয়ে শিক্ষার্থী বেশী অংশগ্রহণ করেছে। আশাকরা যায়, উভয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়েরা ভবিষ্যতে ফুটবল অঙ্গনে তাদের কৃতিত্বের ছাপ রাখতে সক্ষম হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে।

কাবস্কাউটিং কার্যক্রম

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের নৈতিকশিক্ষা সম্প্রসারণে কাবস্কাউটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। 'Cub' এর বাংলায় অর্থ হলো 'শাবক' (বাচ্চা)। এঅর্থে সিংহ, বাঘ ইত্যাদির শাবক। Cub (scout) হলো 'জুনিয়র স্কাউট (Siddiqi 181)। scout শব্দের অর্থ হলো 'গুপ্তদূত'। 'boy scout' হলো চরিত্রগঠন, স্বাবলম্বন শৃঙ্খলা ও জনসেবার মনোবৃত্তি বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'the scout association' এর সদস্য (Siddiqi 581)। সাধারণত ৬-১১ বছরের শিক্ষার্থীরা কাবস্কাউটের সদস্য হতে পারে। কাবদের আইন বা মূলমন্ত্র (motto) :

১. আল্লাহ্/ সৃষ্টিকর্তা ও দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করা
২. বড়দের কথা মেনে চলা
৩. প্রতিদিন কারো উপকার করা
৪. আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

বস্তুত এসব শপথ বাক্য শিশু শিক্ষার্থীর মনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। কাবদের শিখানো হয় কোনো কাজে বিফল হলে দমে যাওয়া যাবে না। বারংবার চেষ্টা করে সফল হতে হবে। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কাবস্কাউটিং (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে (মেয়াদ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩, প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৫৪০.৭৬৯ লক্ষ টাকা)। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দের আলোকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ ছাড় ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকৃত ব্যয় প্রায় ৯০৪.০০ লক্ষ টাকা (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৪৪)।

চতুর্থ পর্যায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা:

ক. ৩০,৭০০টি বিদ্যালয়ে নতুন আরো ৭.৩৫ লক্ষ কাব বয়সী শিশুকে আন্দোলনে সম্পৃক্তকরণ;
খ. বাংলাদেশ স্কাউটসের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ৩৬টি নতুন অবকাঠামো নির্মাণ;
গ. শিক্ষক/ শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ এবং কাবস্কাউটদের গুণগত মানোন্নয়নে বিভিন্ন প্রোগ্রামে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৪৪)।

চতুর্থ পর্যায় প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

মুজিববর্ষ উদযাপন :বাংলাদেশ স্কাউটস মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে-

- বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক বেতার টেলিভিশনে ২৪টি বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রাচার করা হয়।
- ২.৫ লক্ষাধিক 'মুজিববর্ষের লোগোসহ' বিশেষ ব্যাজ বিতরণ করা হয়।
- ৩০০০ বেশি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম ও সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
- জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণকেন্দ্রে মুজিবচত্বর তৈরি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি স্থাপন।
- বিশেষ কর্মসূচি হিসেবে 'জাম্বুরী অন দ্যা ট্রেন' আয়োজন করা হয়।
- জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের সমাবেশ আয়োজন করা হয় (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৪৫)।

কাবস্কাউট প্রোগ্রাম ও অন্যান্য কার্যক্রম:

- ৪৮৮টি উপজেলা, ৯৫টি জেলা, ১০টি আঞ্চলিক ও ১টি জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার কাব অংশগ্রহণ করে। ৯০০টি ষষ্ঠক নেতা কোর্স-ব্যাজ কোর্স, ৫০০টি কাব-হলিডে সাঁতার প্রশিক্ষণ, প্রতিভা অন্বেষণ, শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড বিতরণ, বিলবোর্ড স্থাপন, সেরা কাব লিডারদের পুরস্কৃত করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টে যোগদান, শিক্ষা ভ্রমণ ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়।
- সকল উজেলায় সমাজ সচেতনতা কার্যক্রমের আওতায় ১০ হাজার বিদ্যালয়ে 'স্কুলগার্ডেন বৃক্ষরোপণ ওয়াশব্লক পরিচ্ছন্ন রাখায় কাবদের নির্দেশনা দেয়া হয়।
- অডিও ভিডিও ক্লিপ তৈরি ও বিতরণ করা হয়।
- কাবস্কাউটিং নীতিমালা সম্বলিত লক্ষাধিক পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ।

- ৩০,৭০০ কাবস্কাউট ইউনিটকে প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স, স্কার্ফ ব্যাজ, ওয়াগল, বই, পুস্তক, খেলার সামগ্রী ও ড্রাম বিতরণ করা হয় (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৪৫)।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

প্রাথমিক শিক্ষকদের ১৮৫০টি ওরিয়েন্টশন কোর্স, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ১৫০টি ওরিয়েন্টশন কোর্স, ৯৫০টি কাবলিডার বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স, ২৫৫টি অ্যাডভান্সড ও স্কীলকোর্স, ৫০টি আইসিটি কোর্স, ০৯টি আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স, ২৫টি গার্ল-ইন-স্কাউটিং লিডার কোর্স, ৩টি কোর্স ফর এএলটি, ২টি কোর্স ফর এলটি। মোট ১,৯১,০০০ জন কাবলিডারকে ২,৪০০টাকা করে বছরে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয় (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৪৫)।

নির্মাণ ও ক্রয়কার্যক্রম

৩৬টি কাবস্কাউট ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ, তাবু, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, আইসিটি উপকরণ ও মৌচাকে একটি সুইমিংপুল তৈরি করা হয়। উপর্যুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে কাবস্কাউট সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৎ চরিত্রবান, পরোপকারী, আত্মনির্ভরশীল ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের উপযোগী করে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই কাবস্কাউট আন্দোলনের অভিপ্রায়। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাবিং-কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে সরকারি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, ইবতেদায়ী মাদরাসা ও সমমানের অন্যান্য শিক্ষালয়ে কাবিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৭ সালের বার্ষিক স্কাউট পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে ১৬,৮২,৭৬১ জন স্কাউট সদস্যদের মধ্যে কাবস্কাউটের সংখ্যা ৭,৬৮,৭৫১ জন। সংখ্যাবিচারে বাংলাদেশ স্কাউটস বিশ্বে পঞ্চমস্থানে রয়েছে। কাবিং কার্যক্রম দ্বারা ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সুরক্ষা, বৃক্ষরোপণ, দুস্থ, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে শিখে। (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৪৫)।

আন্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সীমিত আকারে অনুষ্ঠিত হয়। সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে মোট ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়, ক্লাস্টার উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। করোনা পরিস্থিতির কারণে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা যায়নি। ১৫টি ইভেন্টে বিদ্যালয় হতে জাতীয় পযার্য় পর্যন্ত প্রায় ১,৩০,০০,০০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে (প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, ৩৫)। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ১৩টি সঙ্গীত নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা:

সারণি-৩

ক্রমিক নং	সঙ্গীতের শিরোনাম	যে শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য				
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
০১.	জাতীয় সঙ্গীত	√	√	√	√	√
০২.	প্রিয় ফুল শাপলা ফুল	√	-	-	-	-
০৩.	আমরা সবাই রাজা	-	√	-	-	-
০৪.	প্রজাপতি !প্রজাতি!	-	√	-	-	-
০৫.	আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো	√	√	√	√	√
০৬.	আমরা করব জয়	-	-	√	√	-
০৭.	আল্লাহ মেঘ দে. পানি দে	-	-	√	-	-
০৮.	নিজের হাতে কাজ করো	-	-	√	-	-
০৯.	চল্ চল্ চল্	√	√	√	√	-
১০.	এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল	-	-	-	-	√
১১.	আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে	-	-	-	-	√
১২.	রক্ত দিয়ে নাম লেখেছি	-	-	-	-	√
১৩.	ধন ধান্য পুষ্পে ভরা	-	-	-	√	-

উৎস : রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস,*প্রাথমিক শিক্ষায় মৌলিক বিষয়াবলী* , কথা সম্ভার, ২০১৮, পৃ.৫৮ ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম: প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদে ডাক্তার টীম গঠন করে, ওরিয়েন্টশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিধি অবহিত করা হয়। কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহে (এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে) ৫-১২ বছর বয়সী সকল শিশুকে কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করানো হয়। প্রত্যেক জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য- বিশেষত ওজন, উচ্চতা, দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করা হয়। ক্ষুদে ডাক্তার টীম স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন করে। কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন তদারকি সহয়তা প্রদান এবং রিপোর্ট তৈরি ও সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করে (বিশ্বাস ১১৯)।

সততা স্টোর : দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একটি চিঠির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সততা স্টোর' নামে শিক্ষার্থীদের জন্য স্টোর খোলার নির্দেশ দিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি পরিপত্র জারি করে। উক্ত পরিপত্রের আলোকে উপজেলা পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে কমপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সততা স্টোরের শুভ সূচনা হয়। বিদ্যালয়ের কম্পাউন্ডের ভেতরে বিক্রেতাবিহীন সততা স্টোরে শোভা পায় খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার, স্কেল, জ্যামিতি বক্স, রং পেন্সিল, চিপস, বিস্কুটসহ হালকা খাবার সামগ্রী ও শিক্ষাপোকরণ। পণ্যের মূল্যতালিকা অনুসারে শিক্ষার্থীরা মূল্যপরিশোধ বক্সে অর্থ পরিশোধ করে। কোনো কোনো সততা স্টোরে দৈনিক ৪০০ থেকে ৫০০ টাকার পণ্য বিক্রি হয়। লভ্যাংশের টাকা গরীব শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম,

জুতা, ঔষধসহ নানা সহয়তা দেয়া হয় ("সততার দোকান")। এমন উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীর সততাচর্চায় বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় এটি নতুন সংযোজন। সততা ও নৈতিকচর্চার বিবেচনায় এটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কর্মক্ষেত্র ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এভাবে ধীরে ধীরে আলোকিত সমাজ গড়ে উঠবে। নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষা মানবীয় চরম কল্যাণ বয়ে আনে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম বাস্তাবায়নে সীমাবদ্ধতা

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক হলেও বাস্তবক্ষেত্রে অনেক শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবিষয়ে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। আবার অনেক অভিভাবকও এসব কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। যথা:

- অনেক শিক্ষক মনে করেন যে, সাধারণ শিক্ষাক্রমের পাঠ্যবিষয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় পাশ করানোই তাঁদের প্রধান কাজ। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার্থীর পাঠে মনোসংযোগে বাধাস্বরূপ। অতএব, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে হলে কোনোরূপ পাঠ্যতিরিক্ত বিষয়ে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহপাঠ্য ক্রমিক কার্যক্রমকে অবহেলা করেন। এধরণের গতানুগতিক মনোভাব এটির বাস্তবায়নে প্রধান অন্তরায়।
- প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়গুলোতে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।
- আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মোটের উপর পরীক্ষানির্ভর । ফলে অংশীজনেরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন না।
- অনেক সময় অর্থাভাবের কারণে এসব কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে সম্পাদন করা যায় না।
- খেলাধুলা ও শরীরচর্চার জন্যে মাঠ আবশ্যক। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য সহপাঠ্যক্রমিক কাজগুলো পরিচালনা সম্ভব হয় না।

সুপারিশ:

২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সহাস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার রূপকল্প (vision) অভিলক্ষ্য (mission) বাস্তবায়নে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। এলক্ষ্যে-

- প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সঙ্গীত, শরীরচর্চা, ও অঙ্কন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া জরুরি। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা আবশ্যক।
- শরীরচর্চা শিক্ষক না থাকলে আগ্রহী যেকোনো শিক্ষককে কাবস্কাউটিংসহ খেলাধুলা ও অ্যাথলেটিক্ (athletic) কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ দিয়ে উপর্যুক্ত বিষয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করা যেতে পারে।
- বিদ্যালয়ের 'ব্যবস্থাপনা কমিটি' ও 'অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিকে' সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়কে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্য অর্থবরাদ্দ দিতে হবে। যাতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন করতে পারে। পিইডিপি-৪

এর আওতায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় ৪টি ক্যাটাগরিতে বিদ্যালয় প্রতি ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্রান্ট হিসেবে যে অর্থপ্রদান করা হয় (প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, ৩৩)। তা বৃদ্ধি করে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

উপসংহার

শিশু শিক্ষার্থীর মন ও মননে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, অসম্প্রদায়িক, মানবাধিকার, সহজীবনযাপন, কৌতুহল, প্রীতি, সোহার্দ্য, অধ্যাবসায়ী, সংস্কৃতিমনস্ক, সততা, কুসংস্কারমুক্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত, আনন্দময় অনকূল পরিবেশ তৈরিতে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।। শিক্ষার্থীর মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটবে। দেশাত্মবোধ ও দেশগঠনমূলক কাজে উদ্‌বুদ্ধ হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাক-

‘খেলাধুলা করে যারা
সুস্থ সবল থাকে তারা’।

তথ্যসূত্র

করিম, সরদার ফজলুল, *প্লেটোর রিপাবলিক*, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০।

চট্টোপাধ্যায়, ড.সরোজ, *বিদ্যালয় সংগঠন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ*, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড. ১৯৯৯।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২০।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২।

বিশ্বাস, রথীন্দ্রনাথ, *প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক বিষয়াবলী*, কথা সম্ভার, ২০১৮।

রায়, সুশীল, *শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রসঙ্গ*, সোমা বুক এজেন্সি, ২০১২।

রায়, সুশীল, *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন*, সোমা বুক এজেন্সি, ২০১৩।

রায়, সুশীল, *শিক্ষা মনোবিদ্যা*, সোমা বুক এজেন্সী, ২০১১।

শাহরিয়ার, আরাফাত, *স্কুলে স্কুলে সততার দোকান*, *https://www.kalerkantho.com.20...*

Accessed 20 January 2023.

Siddiqi, Zillur R. (editor) *English-Bangla Dictionary*, Bangla Academy, 2010.